ট্রাক আটকে কারাগারে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক, উধাও ২০ টন সার



ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিলামে কেনা ৪১০ বস্তা ইউরিয়া সার পরিবহনের সময় ট্রাক আটকে দেওয়ার ঘটনায় কারাগারে রয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক আইয়ুব আলী। তার বিরুদ্ধে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে মামলা হয়েছে। তবে মামলার বাদী সার ক্রেতা ও ট্রাকচালকের বক্তব্যে চাঁদা দাবির বিষয়টি উঠে আসেনি। এদিকে নিলামে বিক্রি হওয়া প্রায় ২০ টন সারের বর্তমান অবস্থানও নিশ্চিত করতে পারেনি কৃষি বিভাগ।

গত ১ সেপ্টেম্বর সীতাকুণ্ড উপকূল থেকে পাচারের সন্দেহে ৪১০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করে কোস্ট গার্ড। পরে আদালতের নির্দেশে ১ অক্টোবর সীতাকুণ্ড মডেল থানা প্রাঙ্গণে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য নিলাম হয়। এতে সর্বোচ্চ দর দিয়ে সার কেনেন সন্দ্বীপের হারামিয়া এলাকার মো. ফখরুল ইসলাম। তার দাবি, ভ্যাট ও কর পরিশোধ করে নিয়ম মেনেই সারগুলো কিনেছেন।

এর পাঁচ দিন পর, ৬ অক্টোবর গুলিয়াখালী উপকূলীয় এলাকায় সারবোঝাই একটি ট্রাক চলাচল করতে দেখে সন্দেহ হয় কৃষক আইয়ুব আলীর। তিনি বিষয়টি কৃষি বিভাগকে জানান। স্থানীয়দের ভাষ্য, সন্দ্বীপে সার নেওয়ার প্রচলিত পথ বাঁশবাড়িয়া ফেরিঘাট হলেও ট্রাকটি গুলিয়াখালী উপকূলীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে কৃষি কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে চালকদের কাছে কাগজপত্র চান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বৈধ কাগজ দেখানো হয়নি বলে কর্মকর্তাদের দাবি।

তৎকালীন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইশতিয়াক আহমেদের ভাষ্য, পুলিশ তাকে জানিয়েছিল আইয়ুব আলীকে থানায় নিয়ে একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। অন্যদিকে সার ক্রেতা ফখরুল ইসলামের অভিযোগ, ট্রাক যেতে দেওয়ার জন্য আইয়ুব আলী তার কাছে দুই লাখ টাকা চেয়েছিলেন। এ ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা হলে পরদিনই কারাগারে পাঠানো হয় কৃষককে।

তবে মামলার অভিযোগের সঙ্গে বাদী ও ট্রাকচালকের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়নি। ফখরুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আইয়ুব আলী সরাসরি তার কাছে টাকা চাননি; পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে তাকে থানায় নেওয়া হয়। ট্রাকচালক মোহাম্মদ পাভেলও চাঁদা চাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তার বক্তব্য, আইয়ুব আলী শুধু ট্রাকের চাবি নিতে চেয়েছিলেন।

সারের কাগজপত্র নিয়েও কৃষি বিভাগ ও পুলিশের বক্তব্যে ভিন্নতা রয়েছে। তৎকালীন সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর হোসেনের দাবি, নিলামের বৈধ কাগজপত্র নিয়েই সার সন্দ্বীপে নেওয়া হচ্ছিল। তবে তৎকালীন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কল্পনা রহমান জানান, ঘটনাস্থলে চালকেরা কোনো কাগজ দেখাতে পারেননি; পরে পুলিশ নিলামের কাগজ নিয়ে আসে।

নিলামে বিক্রি হওয়া ৪১০ বস্তা বা প্রায় ২০ টন সার শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছেছে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। ক্রেতা ও পুলিশের পক্ষ থেকে সার সন্দ্বীপে নেওয়ার কথা বলা হলেও কৃষি বিভাগের কাছে এর কোনো নিশ্চিত তথ্য নেই। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আফরোজা মারমা জানান, সার নিলাম বা হস্তান্তরের বিষয়ে তাদের কিছু জানানো হয়নি।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, নিলামে বিক্রির পর সারগুলো কোথায় গেছে, সে তথ্য তাদের কাছে নেই। কৃষি উপকরণ হওয়ায় সেগুলোর অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

আইয়ুব আলীর পরিবারের দুরবস্থার খবর পেয়ে ৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় তার বাড়িতে যান তৎকালীন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কল্পনা রহমান ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইশতিয়াক আহমেদ। তারা পরিবারটিকে আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন। কল্পনা রহমানের অভিযোগ, আইয়ুব আলীকে সাজানো মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

এর কিছুদিন পর কল্পনা রহমানকে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন কর্মকর্তা এবং ইশতিয়াক আহমেদকে টাঙ্গাইলে বদলি করা হয়। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে নানা আলোচনা থাকলেও বিভাগীয় পরিচালক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জানিয়েছেন, কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর কারণে তাদের বদলি করা হয়নি। কল্পনা রহমান নিজেই নিয়ম অনুযায়ী বদলির আবেদন করেছিলেন। ১০ অক্টোবর আদেশ পাওয়ার পর ১৮ অক্টোবর তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন।

গত ২০ অক্টোবর উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা আইয়ুব আলীর গ্রেপ্তার ও পরিবারের দুরবস্থা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। সভার সভাপতি ইউএনও মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, আইনি প্রক্রিয়ায় বিষয়টির সমাধান করতে হবে। কৃষি বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন কারাগারে থাকা কৃষকের পরিবারের পাশে থাকবে এবং তার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেবে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সীতাকুণ্ড মডেল থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।